শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্সের নিবেদন

নবদিগন্ত

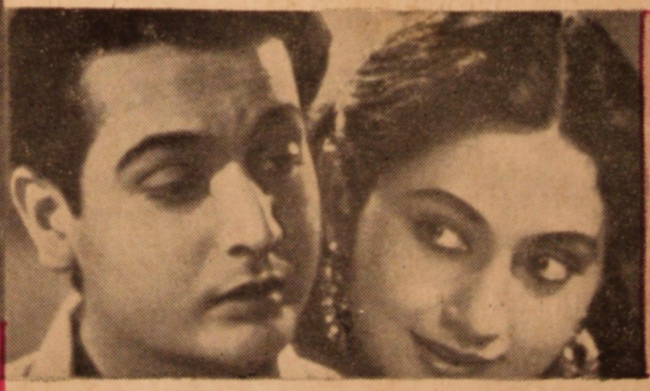

পরিচালনায় :: অগ্রদূত

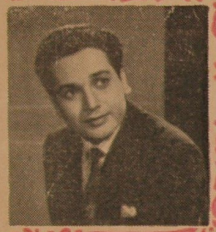

রূপায়ণে—

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
বসন্ত চৌধুরী
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
সন্ধ্যা রায়

●

পাহাড়ী সান্যাল ॥ জহর গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অমর মল্লিক ॥ ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ এস, ম্যালকম্ ॥ অপর্ণা দেবী ॥ গীতা দে ॥ শীলা পাল ॥ সাধনা রায়-চৌধুরী ॥ আরতি দাস ॥ রাখী মজুমদার ॥

●

● কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিতে ●

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ্ ও স্বাস্থ্য বিভাগ হসপিট্যাল অ্যাপলিয়েন্স ম্যানুফাকচারাং কোং এনড্রস্ স্কুল ॥ মেহেরচাঁদ দাঁ ॥ দি আর্মারী পল্ ওয়ালভি ॥ গুইন এণ্ড কোম্পানী ॥ ॥ মিত্র লাইব্রেরী ॥

● ●

নেপথ্য সংগীতারোপে
গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥
নির্মলা মিশ্র ॥
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥

●

গল্প

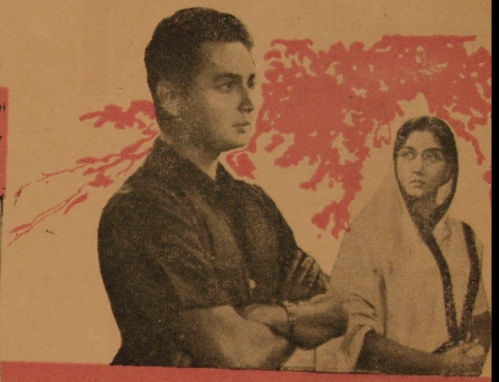

ডাক্তার রুচিরা ভট্টাচার্য……

আজ সে শহরের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

রুচিরার মন ছুটে যায় অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোতে। বাবাকে হারিয়ে, বড় আদরের একমাত্র ছোট ভাইটিকে হারিয়ে শোকে দুঃখে সে যখন ভেঙ্গে পড়েছিল তখন অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়ে তাকে নতুন দিনের আলো দেখিয়েছিল—হাসপাতালের ডাক্তার, সমীর ভট্টাচার্য। রুচিরার হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতাই একদিন ফুটে উঠেছিল প্রেমে শতদল হয়ে। তারপর এক চরম মুহূর্তে একান্ত নির্ভরতা ও বিশ্বাসে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিল তার প্রণয়ীর কাছে। সমীর পরিয়ে দিয়েছিল রুচিরার হাতে একটি অঙ্গুরী—তার বিবাহ-প্রতিশ্রুতির স্মারক-চিহ্ন হিসেবে। কিন্তু বিয়ে তাদের হয়নি। তার আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল সমীর—রুচিরার উপর সমাজের স্বীকৃতিহীন মাতৃত্বের কলঙ্ক চাপিয়ে।

সেই দুঃসহ মুহূর্তে ভাবী সন্তানের মুখ চেয়েই রুচিরা আত্মহত্যা করতে পারেনি। চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল নিজের পরিচিত সমাজের বাহিরে—দূরবর্তী প্রবাসে এক হাসপাতালে চাকুরী নিয়ে।

কন্যা লিপিকার জন্ম সেখানেই……

তারপর কুড়িটা বছর ধরে রুচিরার ধ্যানজ্ঞান ছিল মেয়েকে মানুষ করে তোলা; নিজেকে সম্মানের সংগে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। সফল হয়েছিল তার সে অভিলাষ।

ডাক্তার রুচিরা ভট্টাচার্য আজ কলকাতার একজন নামকরা চিকিৎসক। সে দিনের লিপিকা আজ তন্বী। তার সদা-জাগ্রত দৃষ্টি সর্বক্ষণের জন্য ঘিরে থাকতো মেয়েকে আশ্রয় করে। নিজের জীবনে সাময়িক দুর্বলতা বশে যে মারাত্মক ভুল সে করেছিল—লিপিকা যেন তা না করে বসে।

কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ঘটে গেল সে অঘটন। তার কলেজের তরুণ অধ্যাপক গৌতমকে ভালবেসেছিল লিপিকা। প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল রুচিরা। কিন্তু মেয়ে হার মানেনি সে যুক্তির কাছে। অবশেষে শেষ-অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল রুচিরা।

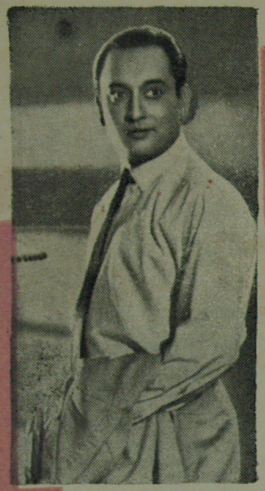

মেয়েকে জানাতে হ'ল তার জন্ম-ইতিহাস। বলতে হ'ল, সে কুমারী মায়ের সন্তান। বিবাহের দ্বারা সে মিলন সিদ্ধ হয়নি।

ক্ষোভে দুঃখে, মর্মান্তিক আঘাতে লজ্জা হারিয়ে অবশেষে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হল তরুণী লিপিকা।

সকল উত্তেজনার অবসানে এল অবসাদ। ভেঙ্গে পড়লেন লিপিকার জননী। আর গৌতম ?.....

গৌতমকেও ভুল বুঝিয়েছিল রুচিরা। কিন্তু সে ভুল ভেঙ্গে দিয়েছিল গৌতম। বুঝিয়েছিল সব পুরুষ এক নয়। গৌতম তার মধ্যে এক চিহ্নিত ব্যতিক্রম।

"ভুল করেছিলাম গৌতম.....তুমি আমার লিপিকাকে ফিরিয়ে দাও !" —বল্‌লেন মা রুচিরা।

অনির্দেশের পথে যার অভিযান; সে হারিয়ে গেছে কোন জনারণ্যে.....কোথায় তার পরিণতি ?

* * *

সুদূর পশ্চিমে একটি হাসপাতাল। রেল দুর্ঘটনায় সাংঘাতিকভাবে আহত একটি মেয়েকে তুলে এনেছে পুলিশের লোকেরা। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে মেয়েটি ; আর তারই মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এক প্রৌঢ় কোন এক অজানা মায়ার রজ্জু—ফাঁশে যেন জড়িয়ে পড়েছে ডাক্তারের মন। অবশেষে তারই অক্লান্ত চেষ্টায় প্রাণরক্ষা পায় মেয়েটির।

ডাক্তারের কাছে মেয়েটি কোন পরিচয় দেয়নি।

কিন্তু পরিচয় শেষ পর্যন্ত অজানা থাকেনা।

সকল বিড়ম্বনার অবসানে যে খুঁজে ছিল মৃত্যুর মধ্যে তার ইপ্সিত মুক্তি—খেয়ালী বিধাতা তাকে মুক্তি দিলেন কি ?.....

'নবদিগন্ত' ছবিতে তারই জবাব উদ্ভাসিত।

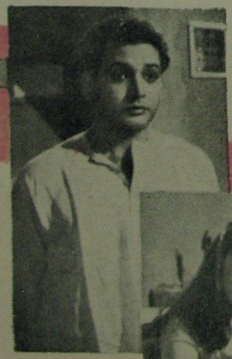

গান

—এক—

নোতুন দিনের নোতুন আলো ঝরাও প্রাণে ;
নোতুন নোতুন সুরের জোয়ার ভরাও গানে ;
নোতুন দিনের নোতুন আলো ঝরাও প্রাণে ।।

সেই গানের সুরে মাটির ধূলায়
স্বর্গ আসুক নামি
আজ ছাড়িয়ে সীমা স্বপ্ন লোকে
হারিয়ে যাবো আমি ॥

দখিন হাওয়ার মন্ত্র না হয় বাজুক কানে
নোতুন দিনের নোতুন আলো ঝরাও প্রাণে ;
নোতুন নোতুন সুরের জোয়ার ভরাও গানে ।।

আজ তোমার দুটি ভ্রমর চোখে
কত ভাবের খেলা ;
আমি তোমায় আমার আপন ভেবে
দেখব সারা বেলা ।।

কেন এত খুসী আমার
কেউ কি জানে ?
নোতুন দিনের নোতুন আলো ঝরাও প্রাণে ;
নোতুন নোতুন সুরের জোয়ার ভরাও গানে ।।

—দুই—

মোর গুন গুন মৌমাছি মন
যেন আজ শুধু করে গুঞ্জন !
মন কার সাড়া পেল, কেউ বুঝি এল—
কথা আজ গান হয়ে যায় ॥
আজ সারাটি বেলা শুধু সুরের খেলায়
গুন গুনিয়ে যাবো ;
আজ ফুলের কানে আমি প্রাণের কথা
গানে-শুনিয়ে যাবো ;
ওই এল বুঝি সেই শুভক্ষণ
আজ ডাকে মোরে কার বন্ধন ;
মন কার সাড়া পেল, কেউ বুঝি এল
কথা আজ গান হয়ে যায়
মোর গুন গুন মৌমাছি মন
যেন আজ শুধু করে গুঞ্জন !

মন কার সাড়া পেল, কেউ বুঝি এল—
কথা আজ গান হয়ে যায় ।।
আজ খুসির নেশায় তার হৃদয় শুধু
আমি-ভরিয়ে দেব
ওই ব্যাকুল চোখে তার স্বপ্ন-কাজল
আজ-পরিয়ে দেব ;
যেন ফাগুন ডেকে বলে শোন—
আজ ফুলে ভরা মোর অঙ্গন ;
মন কার সাড়া পেল, কেউ বুঝি এল—
কথা আজ গান হয়ে যায় ;
মোর গুন গুন মৌমাছি মন
যেন আজ শুধু করে গুঞ্জন !
মন কার সাড়া পেল, কেউ বুঝি এল—
কথা আজ গান হয়ে যায় ।।

—তিন—

ওগো মধুমাস তুমি থাকো ওগো থাকো চিরদিন ;
ওগো মধুমাস তুমি থাকো ওগো থাকো চিরদিন ।
আমার ভুবন মাঝে থাকো চিরদিন—
যেন নব নব সুরে মোর
পরাণ গভীরে তব
বাঁশীটি বাজে চিরদিন ;
ওগো মধুমাস তুমি থাকো ওগো থাকো চিরদিন ॥
যেন ফুলের গন্ধে আমি ভরে যাই
এ জীবন ধন্য করে যাই ।
এ ভাল লাগার এই স্বপ্ন আবেশে মোর
নয়ন জড়ায়ে যেন লাজে চিরদিন—
ওগো মধুমাস তুমি থাকো ওগো থাকো চিরদিন ॥
গান আর রঙের এই মেলা—
তার সাথে মন নিয়ে খেলা ;
যেন মোর অঙ্গে নিতি নব রঙ্গে—
শিহরণ আনে সারাবেলা ।

গান আর রথের এই মেলা
তার সাথে মন নিয়ে খেলা
যেন মোর অঙ্গে নিতি নব রঙ্গে ।।
শিহরণ আনে সারা বেলা
যেন এই তিথি কভু আগে আসে নাই
এত ফুল এক সাথে হাসে নাই ;
যেন এই তিথি কভু আগে আসে নাই
এত ফুল এক সাথে হাসে নাই ।
এ অনুরাগের এই রক্তিম সজ্জায়
হৃদয় গোপনে যেন সাজে চিরদিন
ওগো মধুমাস তুমি থাকো ওগোথাকো চিরদিন ॥
আমার ভুবণ মাঝে থাকো চিরদিন ;
যেন নব নব সুরে মোর—
পরাণ গভীর তব
বাঁশীটি বাজে চিরদিন ॥

—চার—

এই ফাগুন যেন শ্রাবণেরি মেঘছায়ে ভরানো,
এই সজল হাসি যেন শুধু অশ্রুতে ঝরানো ॥
আজ ফোটার আগেই কেন হায়—
কোন ভুলে ফুল ওই ঝরে যায় !
আজ কণ্ঠে আমার ছিন্ন মালা মিছে পরানো
এই ফাগুন যেন শ্রাবণেরি মেঘছায়ে ভরানো ॥
কেন মরুর তৃষা মোর পরাণে কাঁদে—
বালুচরে প্রেম কেন বাসর বাঁধে !
আজ ধূপ হ'য়ে জ্বলে যেতে চাই
আঁধার নিবিড়ে আঁখি মুছে যাই
আজ আমার পথে কাঁটা, আর কাঁটা শুধু ছড়ানো—
এই ফাগুন যেন শ্রাবণেরি মেঘছায়ে ভরানো !
এই সজল হাসি যেন শুধু অশ্রুতে ঝরানো
এই ফাগুন যেন শ্রাবণেরি মেঘেছায়ে ভরানো ॥

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স নিবেদিত

ডাক্তার বিশ্বনাথ রায় রচিত 'নতুন দিনের আলো' অবলম্বনে রূপায়িত

● পরিচালনা ঃ ঃ অগ্রদূত ●

চিত্র-নাট্য-রচনায় : বিনয় চট্টোপাধ্যায় ।। গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
চলচ্চিত্রায়ণে : বিভূতি লাহা ।। শব্দানুলেখনে : যতীন দত্ত
চিত্র-সম্পাদনায় : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ।। শিল্প-নির্দেশে : সত্যেন রায়-চৌধুরী
কর্ম-সচিব : সুশীল সরকার ।। ব্যবস্থাপনায় : নিতাই সিংহ ।। রূপসজ্জা : বসীর আহমেদ
প্রচার-পরিচালনায় : সুধীরেন্দ্র সান্যাল ।। স্থিরচিত্র-গ্রহণে : এড্‌নালরেঞ্জ প্রাঃ লিঃ

● সহযোগিতায় ●

পরিচালনায় : দেবাংশু মুখোপাধ্যায় ।। চন্দন চক্রবর্তী ।। কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চলচিত্রায়ণে : বৈদ্যনাথ বসাক ।। অশোক দাস ।। শব্দানুলেখনে : শৈলেন পাল ।।
অনিল তালুকদার ।। পরিচয়-পত্র-লিখনে : শচীন ভট্টাচার্য ।।

রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওতে 'রিভস্' শব্দধারক-যন্ত্রে বাণীবদ্ধ ও
শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড্ সিনেল্যাব্-এ পরিস্ফুটিত

● একমাত্র পরিবেশক ●

॥ শ্রীবিষ্ণুপিকচার্স (প্রাইভেট্) লিমিটেড ॥

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাঃ লিঃ-র তৃতীয় নিবেদন

কাহিনী • ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত
সঙ্গীত • হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা • অগ্রদূত

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১৩ শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স-এর পক্ষে সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।। পুস্তিকা-অলঙ্করণে : শিল্পী—কালী কর ।।
মুদ্রণ-শিল্পে : জুবিলী প্রেস : ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১৩ ।।